কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানি আপিল বিচারক্ষেত্র

বাণিজ্যিক বিভাগ

আপিল বিভাগ

উপস্থিত:- **মাননীয় বিচারপতি শ্রী আই.পি. মুখার্জি**

মাননীয় বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী

২০২৩-এর এফ. এম. এ ২১২

২০২২-এর সি. এ. এন ১

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

বনাম

মেসার্স চৌধুরী কনস্ট্রাকশন

আপিলকারীর জন্য :- **শ্রী অনির্বাণ রায়, জিপি,**

শ্রী অরিন্দম মণ্ডল,

শ্রী অনির্বাণ মণ্ডল,

শ্রী পরিতোষ সিনহা,

শ্রী শৌরি সামান, আইনজীবীরা

উত্তরদাতার জন্য :- **শ্রী প্রিয়ঙ্কর সাহা,**

শ্রী অরিজিৎ ভৌমিক,

শ্রী হেমন্ত তিওয়ারি,

শ্রীমতী পূজা আগরওয়াল,আইনজীবীরা

বিচার :- **১৯.১০.২০২৩**

বিচারপতি আই. পি. মুখার্জী :-

এটি ১৯৯৬ সালের সালিসি ও সমঝোতা আইনের ৩৭ ধারার অধীনে একটি আপিল। এটি আসানসোলের বাণিজ্যিক আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখের একটি রায় এবং আদেশ থেকে নেওয়া হয়েছে, যা ২৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখের একটি সালিসি রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উক্ত আইনের ৩৪ ধারার অধীনে একটি আবেদনে করা হয়েছিল।

সালিশে দাবিটি ২০০৭ সালে বিবাদী ঠিকাদার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে একটি কাজের চুক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এতে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ৩০.১৬ কিলোমিটার বিস্তৃত মেমারী- চকদীঘি এবং তারকেশ্বর সড়কের প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ জড়িত ছিল। এটি ৮ই আগস্ট, ২০০৭ তারিখে সম্পাদিত হয়েছিল যার জন্য সরকারের ব্যয় ছিল ১১,৬৩,৭৬,৪৪৫/- টাকা। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখে শুরু হওয়ার তারিখ থেকে ১৮ মাস অর্থাৎ ৭ই আগস্ট, ২০০৯ তারিখে।

অবশেষে, এই কাজের বেশিরভাগ চুক্তির ক্ষেত্রেই, কাজের অগ্রগতিতে বিলম্ব দেখা দেয়। বিবাদী ঠিকাদার এই বিলম্বের জন্য সরকারকে দায়ী করেন, অন্যদিকে সরকার ঠিকাদারকে বিলম্বিত এবং কাজের দুর্বল সম্পাদনের মাধ্যমে চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করে। অবশেষে ১৮ই অক্টোবর, ২০১২ তারিখে সরকার চুক্তিটি বাতিল করে। সরকার কর্তৃক চুক্তি বাতিলের সময়, বিবাদী ঠিকাদার সরকারের সাথে চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে ৩৩,৭০,৪৫২/- টাকার নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়, যা এক ধরণের কর্মক্ষমতা গ্যারান্টি হিসাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই বিষয়গুলিতে যথারীতি, বিষয়টি সালিশের কাছে যায়। উত্তরদাতা ঠিকাদার কমপক্ষে ২৫টি প্রধান দাবি করেন। নিম্নলিখিত বর্ণনাঃ-

ক্রমিক নম্বর	**বিবরণ**	**পরিমাণ**
১.	সম্পাদিত কাজের জন্য প্রদেয় পরিমাণ কিন্তু বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও অর্থ প্রদান করা হয়নি এবং/অথবা অনুস্মারক একই জন্য তৈরি	৪৯,৬৬,৯৯৬/- টাকা
২.	অতিরিক্ত এবং/অথবা হিসাবে প্রদেয় পরিমাণ কাজের অতিরিক্ত আইটেম সম্পাদিত বিভাগ থেকে নির্দেশনা এবং নির্দেশনা বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পেমেন্ট	২৭,৯৪,০০০/- টাকা
৩.	দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ ১৮ মাসের সম্মত সময়ের বাইরে কাজ বিভাগের জন্য দায়ী কারণগুলির জন্য:- (i) সাইটের খরচের দিকে বর্ধিত/অধিকৃত সময়কাল। (ii) অফ-সাইট খরচের দিকে	৪৮,০০০/- টাকা ৭,৮৫,০০০/- টাকা

	বর্ধিত/অধিকৃত সময়কাল।	
৪.	এর অবমূল্যায়নের কারণে ক্ষতিপূরণ সরঞ্জাম এবং গাছপালা, যন্ত্রপাতি মালিকানাধীন দাবিদার/ঠিকাদার এবং নিয়োজিত কারণের জন্য কাজের তাত্ক্ষণিক সাইট বিভাগ	৯২,১৯.০০০/- টাকা
৫.	ব্যবসার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ জন্য প্রশ্নে চুক্তিতে আর ধরে রাখা কোনো ছাড়াই ৩৯ মাসের একটি অতিরিক্ত সময় অনুরূপ আর্থিক সুবিধা এবং ছাড়া অবরুদ্ধদের সাথে অন্যত্র সরে যেতে স্বাধীন বর্ধিত থাকার সময় সম্পদ উপার্জন লাভ যা দাবিদার অন্যথায় থাকতে পারে তৈরি	১,৩৭,৮৮,০০০/- টাকা
৬.	এর অতিরিক্ত খরচের কারণে ক্ষতিপূরণ সঞ্চালন এবং/অথবা যোগ করা খরচ বেআইনী সমাপ্তি পর্যন্ত কাজ সম্পাদিত উপকরণের দাম বৃদ্ধির কারণে চুক্তি, শ্রম, জ্বালানী ইত্যাদি (ইনক্রিমেন্ট বাদে বিটুমিনের দাম, যা পছন্দ করা হয়েছে পৃথকভাবে ক্রম. নং ৭)।	২,২৫,৫৫,১২২ /- টাকা
৭.	অস্বাভাবিক কারণে ক্ষতিপূরণ বিটুমিন এবং জ্বালানীর দাম বৃদ্ধি কাজে গ্রাস করা হয়।	১,৩৮,৫৭,৫০০ /- টাকা
৮.	এর ভাড়ার চার্জের কারণে ক্ষতিপূরণ যন্ত্রপাতি (হট মিক্স প্ল্যান্ট, পেভার ফিনিশার ইত্যাদি) এর জন্য কাজের সাইটে ইনস্টল/নিয়োজিত যে সময়কালে উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ছিল	১,৮৮,০০,০০০ /- টাকা

	কারণের জন্য বিভাগ নিষ্ক্রিয় রয়ে গেছে।	
৯.	দাবিদার/ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণ জমা থাকা পরিমাণ রিলিজের হিসাব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমানত তাৎক্ষণিক কাজ।	৩৩,৭০,৪৫২/- টাকা
১০.	প্রত্যাশিত ক্ষতির কারণে ক্ষতিপূরণ এর অকার্যকর অংশের উপর লাভ চুক্তি	৮,১২,৯৯০ /- টাকা
১১.	সংঘবদ্ধকরণের কারণে ক্ষতিপূরণ এবং এর জন্য দায়ী কারণের জন্য অব্যাহতি বিভাগ	৩,২৫,০০০/- টাকা
১২.	এ মিথ্যা উপকরণের কারণে ক্ষতিপূরণ এর বেআইনি বর্জন সময়ে সাইট চুক্তি	৪৯,৫০,০০০/- টাকা
১৩.	নিষ্ক্রিয়/বন্ধ্যার কারণে ক্ষতিপূরণ শ্রম, কারণে কাজের সাইটে আটক সময়ে সময়ে চাকরি স্থগিত করা বিভাগের জন্য দায়ী বিভিন্ন কারণ।	১৭,৬২,০০০/- টাকা
১৪.	করা অগ্রিম অ্যাকাউন্টে ক্ষতিপূরণ বিভিন্ন সরবরাহকারী এবং/অথবা নির্মাতারা উপকরণের ধরনের যা উপলব্ধি করা যায়নি আকস্মিক এবং বেআইনী বাতিলের কারণে চুক্তি	২,৩০,০০০/- টাকা
১৫.	বিলম্বিত মুক্তির কারণে ক্ষতিপূরণ বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট বিলের বিপরীতে অর্থপ্রদান।	১২,১৭,২৮৫/- টাকা
১৬.	পুনরায় কাজ করার কারণে ক্ষতিপূরণ	৪৬,৪৬,০০০/- টাকা

	থেকে নির্দেশনা ও নির্দেশে সম্পাদিত বিভাগ	
১৭.	অকার্যকর প্রতি ক্ষতিপূরণ জরিপ পরিচালনার জন্য ব্যয় করা ব্যয় ৩০ কিলোমিটার রাস্তার জন্য প্রশ্নবিদ্ধ কাজ পৃথিবীর পরিমাণ মূল্যায়ন করা প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ দ্বারা নেওয়া হয়েছে।	১,৪৬,০০০/- টাকা
১৮.	কাজ সম্পাদনের কারণে ক্ষতিপূরণ অতিরিক্ত মোতায়েন দ্বারা রাতের সময় যন্ত্রপাতি, অতিরিক্ত শ্রম নিযুক্ত করা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি	৬,১৩,০০০/- টাকা
১৯.	এর উন্নয়নের কারণে ক্ষতিপূরণ চকদিঘিতে স্ট্যাকইয়ার্ড ও সার্ভিস রোড।	৭,০৮,০০০/- টাকা
২০.	এর সংশোধনের জন্য প্রদেয় পরিমাণ মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার সময় সৃষ্ট ক্ষতি রাস্তার পাশাপাশি রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার পর ভারী যানবাহন চালানোর পাশাপাশি চালানোর জন্য প্রশ্নবিদ্ধ রাস্তায় ওভারলোড ট্রাক (৭ ম কিলোমিটার থেকে ১৭ তম কিলোমিটার বিশেষ করে)।	১৬,৭৭,৪০৭/- টাকা
২১.	ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ এবং/অথবা জ্বালানীর অপচয় (বিশেষ করে ডিজেল), অলসতা শ্রমিকদের পাশাপাশি যন্ত্রপাতির কারণে বর্ষাকালে কাজ সম্পাদন বিভাগ দ্বারা নির্দেশিত।	১৭,৩২,০০০/- টাকা
২২.	সুদের কারণে ক্ষতিপূরণ একটি এ ব্যাংক থেকে ধার করা অবরুদ্ধ মূলধন অত্যন্ত উচ্চ সুদের হার।	৯৪,৫০,০০০/- টাকা

২৩.	সদিচ্ছা হারানোর কারণে ক্ষতিপূরণ এবং/অথবা খ্যাতি বেআইনিভাবে বাতিল করার কারণে বিভাগ দ্বারা চুক্তি।	১৮,৫০,০০০/- টাকা
২৪.	সুদ @ ১৮ % বার্ষিক বকেয়া পরিমাণ উপর দাবি নং (১) থেকে (২৩) ০১.১২.২০১২ থেকে উপরের হিসাবে পেমেন্ট পর্যন্ত।	হিসাবে ইতিমধ্যে সঞ্চিত এবং হতে আরও সঞ্চিত।
২৫.	সালিশি কার্যক্রমের খরচ।	যেমন পাওয়া যাবে বকেয়া

দাবি করা মূল পরিমাণ ছিল ১২,৫০,৫৫,৭৫২ টাকা -সুদ সহ এবং খরচ।

২৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখের উক্ত সালিসী রায় অনুসারে, দাবি ১ এবং ২-এর মোট পরিমাণ ছিল ২৬,৯১,০২৯/- টাকা এবং দাবি ৯-এর জামানত ফেরতের জন্য ৩৩,৭০,৪৫২/- টাকা জমা, দাবি ১০-এর অবশিষ্ট কাজের উপর ১০% মুনাফা ৫,৪২,০০০/- টাকা এবং বিলম্বিত অর্থ প্রদানের জন্য দাবি ১৫-এর বিপরীতে ২,২৫,০০০/- টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। রায়ের মূল পরিমাণ ছিল ৬৮,২৮,৪৮১/- টাকা, প্রাক-রেফারেন্স, পেন্ডেন্ট লাইট এবং রায়-পরবর্তী সুদ সহ। সরকার একটি পাল্টা দাবিও করেছিল যা অনুমোদিত ছিল না।

সরকার এই রায়ে সন্তুষ্ট ছিল না। এটি উক্ত আইনের ৩৪ ধারার অধীনে এটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তারা নীচের আদালতে চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। কেবল তিনটি দাবি অনুমোদিত হয়েছিল অর্থাৎ দাবি ১,২,৯ এবং ১৫।

নিম্নোক্ত আদালত কর্তৃক বহাল রাখা পুরস্কারের এই অংশটি হল সরকার আমাদের কাছে আপিল করেছে।

আপিলকারী সরকারের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে তার মক্কেল দাবি নং ১ এর ক্ষেত্রে রায়কে চ্যালেঞ্জ করছেন না যার মোট মূল্য ২৬,৯১,০২৯/- টাকা, বরং তিনি কেবল দাবির ক্ষেত্রে রায়কে চ্যালেঞ্জ করছেন

নং ৯ জামানত বাজেয়াপ্তকরণ সম্পর্কিত এবং সম্পর্কিত দাবি নং ১৯৫ অর্থ প্রদানের বিলম্বিত মুক্তি।

আপিলকারী সরকারের জন্য শিক্ষিত পরামর্শদাতা, মূলত তিনটি জমা দেওয়া করেছেন

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রত্যর্থী ঠিকাদার সরকার কর্তৃক চুক্তি বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করেননি। রায়ে কারণের অনুপস্থিতি ছিল। বিদ্বান সালিসকারী কেবল প্রত্যর্থী ঠিকাদারের পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার জমা দেওয়ার উদ্‌ধৃতি দিয়েছিলেন এবং যোগ করেছেন যে তিনি সেই জমা দেওয়ার সাথে একমত হয়েছেন। তাকে বিস্তারিত কারণ দিতে হবে। কারণের অভাবে, রায়টি উক্ত আইনের ৩১ (৩) ধারার প্রয়োজনীয়তার পরিপন্থী এবং বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ ছিল। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিদ্বান সালিসকারী যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা তার পর্যবেক্ষণের বিপরীত ছিল। তিনি বলেছিলেন যে রায়ে বিজ্ঞ সালিসকারী এই বিলম্বের জন্য ঠিকাদারকে দায়ী করেছিলেন। তবুও, তাঁর অনুসন্ধানে, তিনি লিকুইডেটেড আরোপকে ধরে রেখেছিলেন ক্ষতি এবং চুক্তির সমাপ্তি বেআইনি।

আমরা সরকার -এর জন্য শিক্ষিত পরামর্শদাতার এই জমা দেওয়া বিষয়গুলি গ্রহণ করতে অক্ষম।

ঠিকাদারকে চুক্তি বাতিল/সমাপ্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার প্রয়োজন ছিল না। যদি তিনি তা করতেন, তাহলে তিনি সরকারের কাছ থেকে চুক্তির নির্দিষ্ট কর্মক্ষমতা দাবি করতে বাধ্য থাকতেন। এই ধরণের মামলায় আহত পক্ষ নির্দিষ্ট কর্মক্ষমতা থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী নন, তবে কেবলমাত্র ঠিকাদার কর্তৃক দাবি করা ক্ষতিপূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সরকার চুক্তির ধারা ২ ব্যবহার করে ২৭শে আগস্ট, ২০১২ তারিখে ঠিকাদারকে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ দেয় কেন সমাপ্ত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা উচিত নয়। এই নোটিশটি ঠিকাদার ৩০শে আগস্ট, ২০১২ তারিখে পেয়েছিলেন। কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলের সময় ছিল ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত। ঠিকাদার ৩ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে এর জবাব দেন। ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে ঠিকাদার পক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থন করেন

প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং চুক্তির ২য় ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ বাতিল করা হয়েছিল। ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে সরকার তার অবস্থান থেকে সরে এসেছিল বলে মনে হয় এবং ঠিকাদারকে ৩০t পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। সেপ্টেম্বর, ২০১২ কাজ শেষ করার জন্য।

যাইহোক, ১৮ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে আপিলকারী চুক্তিটি বাতিল করেন। রায়ের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠা ৭৯-এ বিদ্বান সালিসকারী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ঠিকাদার আনুপাতিক সময়ে আনুপাতিক কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তা সত্ত্বেও, তিনি যোগ করেছেন যে সরকার কাজটি করার জন্য সময় বাড়িয়েছে। এই ধরনের সম্প্রসারণের মাধ্যমে, বিদ্বান সালিসকারীর মতে সরকার ঠিকাদারের কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারণে অর্জিত অধিকারগুলি মওকুফ করেছে বলে মনে হয়। বিদ্বান সালিসকারী আরও যোগ করেছেন যে সালিস ট্রাইব্যুনালের মতে বর্ষার বৃষ্টিও বিলম্বের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা পালন করেছে। ট্রাইব্যুনাল আরও বলে যে, যদিও ঠিকাদারের পক্ষ থেকে বিলম্ব হয়েছে, তারা "চুক্তির শর্তাবলীর ২য় ধারায় নির্দেশিত তিনটি মাইলফলক" সম্পাদন করেছে। সালিসকারীর ২য় ধারার ব্যাখ্যায়, তিনটি মাইলফলক সম্পন্ন করার পরে, সরকারের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা উচিত ছিল না। অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা ভুল ছিল। বিজ্ঞ সালিসকারী শর্তাবলীর ৩য় ধারার প্রয়োগকে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে যেহেতু এটি অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ আরোপের মামলা নয়, তাই এর সমাপ্তি। আপিলকারী সরকারের চুক্তিও ভুল ছিল।

এই কারণগুলি তুলে ধরে তিনি মনে করেন যে নিরাপত্তার বাজেয়াপ্তকরণ আমানত ভুল ছিল এবং এটি উত্তরদাতার কাছে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এটা বলা যায় না যে, রায়ের এই অংশটি কারণবিহীন। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্বান সালিসকারী তার ফলাফলকে সমর্থন করার জন্য দৃঢ় কারণ দিয়েছেন। এটা সত্য যে কিছু ফলাফল পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ। তা সত্ত্বেও, পুরষ্কারের মূল অংশে বিদ্বান সালিসকারী ন্যায়সঙ্গত করেছেন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে ফলাফল। এর জন্য

উদাহরণস্বরূপ, যদিও শিক্ষিত সালিসকারী বলেছেন যে ঠিকাদার আনুপাতিক সময়ে আনুপাতিক কাজ না করার জন্য দায়ী ছিলেন, তবুও তিনি আরও বলেছেন যে সময় বাড়ানোর মাধ্যমে সরকার বিলম্ব উপেক্ষা করেছিল, তদুপরি, বিলম্বটি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ষার কারণে হয়েছিল এবং ঠিকাদার তিনটি মাইলফলক অতিক্রম করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ কোনওটিই অবলুপ্ত হয়নি ক্ষতিপূরণ আরোপ করা বা চুক্তি বাতিল করা উচিত ছিল না।

বিজ্ঞ সালিসকারী রায় দেন যে বিবাদী ঠিকাদার ১৮ মাসের মধ্যে ৫৪.৭% কাজ সম্পন্ন করেছেন। এরপর, তিনি আটবার সময়সীমা বৃদ্ধি করেছিলেন যা ৩৮ মাস বিস্তৃত ছিল। বিবাদী দাবিদারের মতে, চুক্তির সময়কালে বর্ষা মৌসুমে ১০ মাস ছিল। বর্ধিত সময়ের বাকি ২৮ কার্যদিবসে এই ১০ মাস বাদ থাকলেও, ৯৩.৬% - ৫৪.৭% = ৩৮.৯% কাজ বিবাদী ঠিকাদার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। তবুও, বিবাদী ঠিকাদার "চুক্তির শর্তাবলীর ধারা ২-এ নির্দেশিত তিনটি মাইলফলক" সম্পন্ন করেছিলেন। অতএব, চুক্তির শর্তাবলীর ধারা ২ সঠিকভাবে আরোপ করা হয়নি। সালিশকারীর অনুসন্ধানের সারসংক্ষেপটি রায়ের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠা ৮৯-এ রয়েছে:-

> *" প্রকরণ ৩(ক) আরোপের পর উত্তরদাতা দাবিদারদের অবশিষ্ট জামানত বাজেয়াপ্ত করেন, যার পরিমাণ ছিল ৩৩,৭০,০৪৫২/- টাকা (গ/৬৮)। কিন্তু আমার মতে, চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ধারা ৩ (ক)-এর অধীনে উত্তরদাতার দ্বারা চুক্তি বাতিল করা ভুল ছিল কারণ আমি এখানে উপরের অনুচ্ছেদ ১৫.২০-এ উপসংহারে পৌঁছেছি। আমার মতে, চুক্তির ভুল সমাপ্তির মাধ্যমে উত্তরদাতা চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন যার ফলস্বরূপ কোনও জামানত বাজেয়াপ্ত হতে পারে না এবং দাবিদাররা তাদের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হতে পারে। সুরক্ষার পরিমাণ ৩৩,৭০,৪৫২/- টাকা।"*

একজন সালিসকারী প্রশিক্ষিত আইনজীবী বা বিচারক নন। তার কাছ থেকে এটি প্রত্যাশিত নয় এগুলির নির্ভুলতা, স্পষ্টতা এবং আইনী শৈলীর সাথে একটি রায় লেখার জন্য

প্রশিক্ষিত পেশাদাররা। তবে, আইন তাকে রায়ের সমর্থনে কিছু কারণ উপস্থাপনের দায়িত্ব দেয়। [সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬]-এর ধারা ৩১ (৩) দেখুন।

এখন, এই কারণগুলি বাস্তবতার প্রশ্নে অথবা আইনের প্রশ্নে হতে পারে। বাস্তবতার প্রশ্নে সালিসকারীকে বিষয়টির একটি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। যদি কোন বাস্তবতার প্রশ্নে দুটি যুক্তিসঙ্গত মতামত সম্ভব হয়, তাহলে তিনি উভয়ের যেকোনো একটি গ্রহণ করার অধিকারী। আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হওয়ার কারণেই সত্যতার সিদ্ধান্ত বাতিল করার কোনও কারণ নেই। সালিসকারী তার সামনে প্রমাণের গুণমান এবং পরিমাণের সেরা বিচারক। শুধুমাত্র যখন তিনি একেবারে অপর্যাপ্ত বা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণের উপর কাজ করে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে রায় বাতিলের আবেদনে একই প্রমাণকে আক্রমণ করা যেতে পারে। পরীক্ষাটি অত্যন্ত কঠোর। রায়ের ত্রুটি অবশ্যই পেটেন্ট হতে হবে এবং রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট হতে হবে। এমনকি আইনের প্রশ্নেও যদি সালিসকারী যে ভিত্তির উপর ভিত্তি করে কাজ করেন তা এতটাই ভুল হয় যে বিষয়টির পথে চলে যায় যা রায়ের মুখে পেটেন্ট অবৈধতার মামলা এবং সেই ভিত্তিতে এটি বাতিল করার জন্য দায়ী।

এই রায়কে ওয়েডনেসবারির যুক্তিসঙ্গততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যদি কোনও পুরস্কার ভারতের মূল আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হয় অথবা বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘন করে অথবা উচ্চ আদালতের রায়কে অবজ্ঞা করে, তাহলে এটি পেটেন্ট অবৈধতার দ্বারা দূষিত হয়। চুক্তির শর্তাবলী উপেক্ষা করা হলে ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য, যা সালিসকারীকে উক্ত আইনের ধারা 28(3) এর অধীনে অনুসরণ করতে হবে।

যদি রায়টি এতটাই মর্মান্তিক, ভুল বা অন্যায্য হয় যে এটি আদালতের বিবেককে আঘাত করে, তা হলে তা বাতিল করা যেতে পারে। (দেখুন **অ্যাসোসিয়েটেড বিল্ডার্স বনাম দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (২০১৫) ৩ এস. সি. সি ৪৯, এম. এম. টি. সি বনাম বেদান্ত লিমিটেড (২০১৯) ৪ এস. সি. সি ১৬৩ এবং সুতলেজ নির্মাণ লিমিটেড বনাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড় (২০১৮) ১ এস. সি. সি ১৭৮)** রিপোর্ট করেছে।

দাবি নং ৯ এবং ১৫ এর ক্ষেত্রে সালিসকারী কর্তৃক রায়ের যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়ে, আমাদের মতামত হল যে অবশ্যই এই রায়কে অবৈধ বলা যাবে না, স্পষ্টতই অবৈধ বলা যাবে না। এটি উক্ত আইনের কোনও বিধান লঙ্ঘন করে না। সালিসকারীর এই সিদ্ধান্ত যে তিন মাইলফলক সম্পন্ন করার পরে বিবাদী ঠিকাদারকে ক্ষতিপূরণ আরোপের মুখোমুখি হতে হয়নি এবং এই কারণে, চুক্তিটি বাতিল করা যায়নি, বিষয়টির একটি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি, যদিও এটি সকলের মতামত নাও হতে পারে। সুতরাং, যদি চুক্তিটি বাতিল করার যোগ্য না হয়, তাহলে সালিসকারীর মতে, নিরাপত্তা আমানতও বাজেয়াপ্ত করার যোগ্য ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গি দাবি নং ১৫ এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারীর রায়কেও সমর্থন করতে পারে।

এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক বহাল থাকা রায়ের উক্ত অংশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি।

এই আপিলটি সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়েছে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

এই আদেশের প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

আমি একমত।

(বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরি) **(বিচারপতি আই. পি.মুখার্জী)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal